48

ভোরের কাগজ

তারিখ 04 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষার অভয়ারণ্য

একটি জাতীয় দৈনিকে প্রায় একই শিরোনামে একই খবর বেরুনোর ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপারটিই সম্প্রতি ঘটেছে। এইচএসসি পরীক্ষা কেমন চলছে তা বোঝাতে কয়েকটি দৈনিক শিরোনামে ব্যবহার করেছে 'নকলের মহোৎসব' শব্দটি। এই পত্রিকাগুলোর সাংবাদিকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত শনিবার কুমিল্লা ও ফেনীর বেশ কটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। ফিরে এসে তারা কেন্দ্রগুলোতে নকলের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা রীতিমতো ভয়াবহ। মনে হচ্ছে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিণত হয়েছে নকলকারীদের অভয়ারণ্যে।

পত্রিকাগুলোর রিপোর্টে বলা হয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে যেন মেলা বসেছে। নকল তৈরি, সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রের ভিতরে-বাইরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। একদিক থেকে প্রশ্নপত্র বাইরে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে ফটোকপি হচ্ছে, তারপর শুরু হচ্ছে বইয়ের পাতা কাটা, কার্বনে উত্তর লেখা, তারপর দরজা-জানালা, বারান্দা-সানশেড দিয়ে নকল সরবরাহ করা হচ্ছে প্রকাশ্যে, পরীক্ষক দেখেও দেখছেন না, পুলিশ তাকিয়ে আছে নির্বিকার। একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'পরীক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক, দপ্তরি, পিয়ন, দারোয়ান, পুলিশ, রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের নেতারা মহাসমারোহে এই নকলবাজির পৃষ্ঠপোষক।' এ পত্রিকায় এই গণনকলবাজির অন্যতম কারণ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর মদদের কথাও বলা হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এসে ভোরের কাগজের প্রতিবেদক লিখেছেন, ময়মনসিংহ মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রে ছাত্ররা 'কড়াকড়ি'র অভিযোগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। ছাত্রনেতাদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়াই এই সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত কারণ। সাংবাদিকরা র‍্যানডম স্যাম্পলিং করে যে কটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন তা থেকে অনুমান করা যায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক জায়গায়ই এই নকলবাজি চলছে দেদারসে। কোনো কোনো কেন্দ্রে নিশ্চয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে, কিন্তু তা ব্যতিক্রম।

এ অবস্থা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পঙ্গুত্বেরই পরিচয়। পরীক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, দক্ষতা অর্জন। কিন্তু পরীক্ষা পাসের জন্য যদি লেখাপড়া করার দরকার না হয় তাহলে পুরো শিক্ষাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমাদের পাবলিক পরীক্ষাগুলো এখন পরিণত হয়েছে প্রহসনে। এটা আখেরে একটা প্রজন্মকেই পঙ্গু করে ফেলবে। ভবিষ্যতে এই দেশ চালাবে কি এই নকলবাজরা! কি বলবো আমরা এই নকলে সহায়তাকারী শিক্ষক, অভিভাবক, পুলিশকে। ধন্য ধন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ!

এর আগে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ঘটনা ঘটেছে। এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি নকলের অবাধ প্রদর্শনী। এর কি কোনো বিহিত নেই। সরকারের কি কোনো দায়িত্ব নেই, বক্তব্যও নেই! আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে এইভাবে খুন হতে দিতে পারি না।

দৈনিক ইত্তেফাকের অন্য একটি খবরে প্রকাশ, নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস করার এই মহামারীর মুখে বোর্ড এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা তুলে দেওয়া যায় কিনা ভাবছে। আমরা এ নিয়ে কোনো মন্তব্য চটপট করে ফেলতে চাই না। কারণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা, গবেষণা করতে হবে। তার আগে সরকারের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, নকল বন্ধ করুন। কঠোর হোন!